



## উন্নয়ন বনাম পরিবেশ: নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের একটি ঐতিহাসিক ও

### সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ

#### সুবীর গায়ন

সহকারী অধ্যাপক, ধুবচাঁদ হালদার কলেজ, দক্ষিণ বারাসত, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 30.08.2026; Accepted: 18.09.2026; Available online: 30.09.2026

©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

### Abstract

*The Narmada Bachao Andolan (Save Narmada Movement) is an extremely important and long-standing environmental movement in India. The movement began in 1985 primarily to oppose the construction of dams on the Narmada River, taking a massive form particularly in opposition to the 'Sardar Sarovar' project. Numerous environmentalists, human rights activists, social workers, intellectuals, and common people joined this movement. The Narmada Bachao Andolan is a significant environmental and human-rights-based social movement in India that did not merely oppose dam construction, but brought to the forefront the debates over development versus humanity, state versus civic rights, and environmental preservation versus economic growth. Challenging the conventional concept of development, this movement raised demands for 'humane rehabilitation', 'environmental sustainability', and 'democratic participation'. The Narmada Bachao Andolan is a landmark chapter in India's democratic and social history, providing guidance for future movements. Along with the historical context of the Narmada Bachao Andolan, the essay highlights its causes, growth and dynamics, key features, and challenges. This movement is not just an environmental movement; it has brought the broader questions of social justice and participatory development to light.*

**Keywords:** Narmada Bachao Movement, Development Hegemony, Politics of Resistance, Environmental Justice, Displacement, Social Movements.

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন (Narmada Bachao Andolan-NBA) ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী একটি পরিবেশ আন্দোলন তথা নাগরিক সমাজের আন্দোলন। মূলত নর্মদা নদীর উপর বাঁধ নির্মাণের বিরোধিতা করে 1985 খ্রিষ্টাব্দে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন শুরু হয়। বিশেষ করে 'সর্দার সারোবর' প্রকল্পের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন ব্যাপক আকারে সংগঠিত হয়। এই আন্দোলনে বহু পরিবেশকর্মী, মানবাধিকার কর্মী, সমাজকর্মী, বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষ যোগ দেন। এই আন্দোলনের মাধ্যমে শুধুমাত্র নর্মদা নদীর উপরে বাঁধ নির্মাণের বিরোধিতা করা হয়নি, বরং উন্নয়নের নামে প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস ও জনগণের মতামত উপেক্ষার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন শুধুমাত্র একটি পরিবেশ আন্দোলন নয়; এই আন্দোলন বৃহত্তর সামাজিক ন্যায়বিচার ও অংশগ্রহণমূলক উন্নয়নের প্রশ্নকে সামনে এনেছে। এই আন্দোলন ভারত তথা গোটা বিশ্বের উন্নয়ন বনাম পরিবেশ ও মানবাধিকার বিতর্কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সর্বপরি নর্মদা বাঁচাও

আন্দোলন নাগরিক সমাজের আন্দোলনের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই আন্দোলনটি গণতান্ত্রিক উপায়ে, অহিংস প্রতিরোধের মাধ্যমে, জনগণের অধিকার, স্বনির্ভরতা, এবং সুস্থায়ী উন্নয়নের পক্ষে এক দীর্ঘ সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। এই আন্দোলনে আদিবাসী, কৃষক, শ্রমজীবী মানুষ, নারী এবং বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ একত্রিত হয়ে রাষ্ট্রের উন্নয়ন নীতির ন্যায়বিচার ও মানবিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

### নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত:

নর্মদা ভারতের সর্ববৃহৎ পশ্চিমমুখী নদী এবং যেটি মধ্যপ্রদেশের শাহদোল (Shahdol) জেলার অমরকন্ট থেকে উদ্ভব হয়েছে। এই স্থানটি মাইকাল (Maikal) পর্বতমালার 1057 মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। আরব সাগরে মিলিত হওয়ার আগে দীর্ঘ 1312 কিলোমিটার যাত্রাপথে, নর্মদা তিনটি রাজ্য, যথা-মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। উল্লেখ্য, এর প্রায় 90 শতাংশ মধ্যপ্রদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এবং বাকি অংশের অধিকাংশ গুজরাটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। মহারাষ্ট্র দিয়ে এটি খুবই অল্প দূরত্ব প্রবাহিত হয়েছে। নর্মদা নদীর প্রায় 41 টি উপনদী রয়েছে। নর্মদা অববাহিকার প্রায় 81 শতাংশ অঞ্চল গ্রামীণ, যেখানে প্রধানত ভীল (Bhils), গোল্ড (Gonds), বৈগা (Baigas) ও অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠী বসবাস করে, যাদের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। নর্মদা অববাহিকা প্রাকৃতিক সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

স্বাধীন ভারতের একটি অন্যতম উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্প হিসাবে নর্মদা উপত্যকা প্রকল্পকে চিহ্নিত করা যায়। তবে, নর্মদা নদীর উপরে বাঁধ নির্মাণে বিষয়টি নতুন নয়। বহুকাল আগে উনবিংশ শতাব্দীতেই ইংরেজরা এই নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন। 1901 খ্রিষ্টাব্দে ভারতের প্রথম সেচ কমিশন (Irrigation Commission) তাদের প্রতিবেদনে গুজরাটের ভারুচের (Bharuch) কাছে একটি বাঁধ নির্মাণের কথা উল্লেখ করে। কিন্তু সেখানকার পাললিক মাটির (alluvial soil) জন্য এখানে বাঁধ নির্মাণ করলে অর্থ ব্যয়ের তুলনায় চাষের জন্য যথেষ্ট জল সরবরাহ করা যাবে না, এ কারণে এই প্রকল্পটি গৃহীত হয়নি।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে নেহরুর উন্নয়ন পরিকল্পনার পথ ধরে আবার এই নদীতে বাঁধ দেওয়ার কথা শুরু হয়। উল্লেখ্য, নেহরু নীতি অনুযায়ী বাঁধগুলিকে ‘আধুনিক ভারতের মন্দির’ (temples of modern India) বলা হত। তবে, নর্মদা উপত্যকা প্রকল্পটি শুরু থেকেই বিতর্ক এবং বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। 1965 খ্রিষ্টাব্দে ‘খোসলা কমিটি’ (Khosla Committee) নভাগামে (বর্তমানে সর্দার সরোবর বাঁধটি যেখানে অবস্থিত) 530 ফুট উচ্চতার একটি বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করে। এই প্রস্তাবিত বাঁধ থেকে মধ্যপ্রদেশকে 13.9 মিলিয়ন একর ফুট এবং গুজরাটকে 10.6 মিলিয়ন একর ফুট জল দেওয়ার কথা বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এই প্রস্তাবটির প্রেক্ষিতে নদী তীরবর্তী তিনটি রাজ্য অর্থাৎ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রদেশের মধ্যে প্রকল্পের খরচ ও জলের ভাগ নিয়ে বিরোধ শুরু হয়ে যায়।

1969 খ্রিষ্টাব্দে, শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার আন্তঃরাজ্য জল বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ‘নর্মদা জল বিরোধ ট্রাইব্যুনাল’ (Narmada Water Disputes Tribunal-NWDT) গঠন করে। তবে, এই ট্রাইব্যুনালের ব্যাপারেও গুজরাট ও মধ্যপ্রদেশের মধ্যে বহু তর্ক-বিতর্ক হয়। মধ্যপ্রদেশ 210 ফুট উচ্চতার বাঁধের প্রস্তাব করেছিল, অন্যদিকে গুজরাট দাবি করেছিল যে বাঁধের উচ্চতা 530 ফুট হওয়া উচিত। অবশেষে, 10 বছর ধরে আলোচনার পর, 1979 খ্রিষ্টাব্দে, এই ট্রাইব্যুনাল তার মতপ্রকাশ করে, যার মাধ্যমে উভয় পক্ষের দাবীর মধ্যে একটি সমঝোতা করার চেষ্টা করা হয়।

**নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের সূচনা:**

ভারত সরকার নর্মদা নদীর উপত্যকা অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়ন ও বিকাশের দিকে বিশেষ নজর দেয়। সেই উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয় নর্মদা উপত্যকা উন্নয়ন প্রকল্প (Narmada Valley Development Project-NVDP)। এই প্রকল্প অনুসারে নর্মদা ও তার উপনদীর জলধারার ওপরে 30টি বড় বাঁধ, 135টি মাঝারি বাঁধ এবং 3000টি ছোটো বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই বাঁধগুলির মধ্যে 2টি বহুমুখী বৃহৎ বাঁধ নির্মাণের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। একটি গুজরাটের ‘সর্দার সরোবর বাঁধ’ এবং দ্বিতীয়টি মধ্যপ্রদেশের ‘নর্মদা সাগর বাঁধ’।

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন মূলত সর্দার সরোবর বাঁধকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। সর্দার সরোবর বাঁধটির প্রস্তাবিত উচ্চতা ছিল 136.5 মিটার (455 ফুট)। সরকারের তরফে দাবি করা হয় যে, এই প্রকল্পটির মাধ্যমে গুজরাটের (এবং আংশিকভাবে রাজস্থানের) খরাপ্রবণ অঞ্চলে চাষের জন্য জল সরবরাহ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর হবে। কিন্তু এই প্রকল্প উপরিউক্ত সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে একাধিক নতুন সমস্যার জন্ম দেয়। যার প্রেক্ষিতে 1985 খ্রিষ্টাব্দে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের সূচনা ঘটে।

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন ছিল একটি সম্মিলিত নাগরিক সমাজের আন্দোলন, যার নেতৃত্বে ছিলেন বহু পরিবেশবিদ, মানবাধিকারকর্মী, বুদ্ধিজীবী ও সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ। এই আন্দোলনের প্রধান মুখপাত্র হলেন মেধা পাটকর এবং বাবা আমতে (Baba Amte), যাঁরা এই আন্দোলনে অবদানের জন্য 1991 খ্রিষ্টাব্দে ‘রাইট লাইভলিহুড অ্যাওয়ার্ড’ (Right Livelihood Award) পেয়েছিলেন। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ভগবতী পাটিদার (Bhagvati Patidar), সুদাম সাওয়ান্থ (Sudam Sawanth), মহেশ ভার্মা (Mahesh Verma), সঞ্জীব খোড়ে (Sanjeev Khode), রাজকুমার সিং (Rajkumar Singh) প্রমুখগণ।

**নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের কারণ:**

একাধিক সামাজিক, পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক কারণকে কেন্দ্র করে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন গড়ে ওঠে। নর্মদা নদীর উপরে বাঁধ নির্মাণের ফলে নর্মদা উপত্যকায় বসবাসকারী আদিবাসী ও স্থানীয় জনগণের ব্যাপক বাস্তবচ্যুতি ঘটায় আশঙ্কা তৈরি হয়। এই আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী তথা বিশিষ্ট পরিবেশবিদ মেধা পাটেকরের (Medha Patkar) মতে, এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রায় 100-র কাছাকাছি গ্রাম সম্পূর্ণভাবে জলমগ্ন হবে এবং 300-র কাছাকাছি গ্রাম আংশিকভাবে জলমগ্ন হবে। পাশাপাশি প্রায় 10 লক্ষের মতো মানুষ বাস্তবচ্যুতি হতে পারেন এবং তার জীবিকা হারাতে পারেন।

নর্মদা নদীর উপরে বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পটি এই অঞ্চলটির জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশগত ভারসাম্যের উপর মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করেছিল। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হওয়ার আশঙ্কা ছিল এবং তার প্রেক্ষিতে প্রায় তিন লক্ষ হেক্টর অরণ্যভূমি ধ্বংস এবং বন্যপ্রাণী উৎখাত হতো। এছাড়া বাস্তবচ্যুত জনগণের জন্য পর্যাপ্ত পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা ছিল না। অনেক ক্ষেত্রেই গ্রামবাসীদের এমন অনুর্বর অঞ্চলে পুনর্বাসিত করা হয়েছিল, যেখানে তাদের কৃষিকাজ, বা মূল জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। পরিবেশবিদরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, সেচপ্রাপ্ত অঞ্চলে দীর্ঘমেয়াদী জলাবদ্ধতা (water-logging) ও মাটির লবণাক্ততা বেড়ে যেতে পারে, যা কৃষি উৎপাদনশীলতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এই প্রকল্পগুলির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বলা

বাহুল্য, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে ‘উন্নয়ন’ চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতার বিরুদ্ধেই ছিল এই আন্দোলন।

### নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের বিকাশ ও গতিপ্রকৃতি:

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন ছিল একটি দীর্ঘমেয়াদি ও বহুমাত্রিক আন্দোলন। এই আন্দোলনটি ধীরে ধীরে একটি বাঁধ-বিরোধী সংগ্রাম থেকে একটি বৃহত্তর সামাজিক ও ন্যায্যভিত্তিক উন্নয়নের আন্দোলনে রূপ নেয়। 1985 খ্রিষ্টাব্দে মেধা পাটেকর ও তাঁর সঙ্গীরা নর্মদা উপত্যকা উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শন করেন। তিনি প্রকল্পটির নক্সা পর্যবেক্ষণ করে মত প্রকাশ করেন যে, নর্মদা প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে 100-র কাছাকাছি গ্রাম সম্পূর্ণভাবে জলমগ্ন হবে এবং 300-র কাছাকাছি গ্রাম আংশিকভাবে জলমগ্ন হবে। এছাড়া প্রায় 3 লক্ষ হেক্টর অরণ্যভূমি ধ্বংস হবে এবং প্রায় 10 লক্ষের মতো মানুষ উদ্বাস্তু হবেন। প্রাথমিক পর্যায়ে এই আন্দোলন একটি তথ্য-ভিত্তিক জনসচেতনতামূলক প্রচার হিসেবে শুরু হয়। গ্রামে গ্রামে সভা, পদযাত্রা ও জনসভার আয়োজনের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে সংগঠিত করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এই আন্দোলনের দাবি ছিল যথাযথ পুনর্বাসন, ক্ষতিপূরণ এবং প্রকল্পের সামাজিক প্রভাব বিবেচনা করা।

মহারাষ্ট্রের বাস্তহারা জনগোষ্ঠী 1986 খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে নর্মদা প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন সংগঠনের উদ্দেশ্যে ‘নর্মদা ধারাংগস্ত সমিতি’ গড়ে তোলেন। 1987 খ্রিষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশে গান্ধীবাদী নেতাদের সম্মেলনে গঠিত হয় ‘নর্মদা ঘাট নবনির্বাণ সমিতি’। 1987 খ্রিষ্টাব্দে সর্দার সরোবর বাঁধের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। কিন্তু এই নির্মাণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভবনা থাকা মানুষকে পুনর্বাসনের প্রস্তাব ছাড়া আর কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি। 1988 খ্রিষ্টাব্দে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে নর্মদা উপত্যকা উন্নয়ন প্রকল্পের বন্ধের দাবি জানায় এবং দুই বছরের মধ্যে এই আন্দোলন প্রকৃত অর্থে জনগণের আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। 1989 খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রায় 60 হাজার মানুষ হারসুদ উপত্যকায় সমবেত হয়ে বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানায়। বিভিন্ন দেশের পরিবেশকর্মীরা এই আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসেন।

1990 খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের প্রায় 2000 জন দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী ভি. পি. সিংয়ের (V. P. Singh) বাসভবনের সামনে 5 দিনের অবস্থান কর্মসূচি চালায়। এই কর্মসূচির ফলে প্রধানমন্ত্রী প্রকল্পটি নিয়ে পুনর্বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দেন। 1990 খ্রিষ্টাব্দের 28 সেপ্টেম্বর কয়েক হাজার গ্রামবাসী পুলিশের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বদওয়ানি (Badwani) নামে একটি ছোটো শহরে জড়ো হয় এবং নিজ গৃহ পরিত্যাগ করার পরিবর্তে জলে ডুবে প্রাণ ত্যাগ করার শপথ নেয়। 1990 সালের ডিসেম্বরে, প্রায় 6,000 পুরুষ ও মহিলা 100 কিলোমিটারেরও বেশি পথ পাড়ি দিয়ে ‘নর্মদা জন বিকাশ সংগ্রাম যাত্রা’ (Narmada Jan Vikas Sangharsh Yatra) শুরু করেন। 1991 খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারিতে বাবা আমতে সহ 7 সদস্যের একটি দল অনির্দিষ্টকালের জন্য আমরণ অনশন শুরু করেন (22 দিন ধরে)। উত্তেজনা চরমে উঠলে দেশি-বিদেশি সাংবাদিক, পর্যবেক্ষক, বেসরকারি সংগঠন এই আন্দোলনকে এক আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পরিণত করে।

ব্যাপক বিক্ষোপ ও গণ-আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাংক (World Bank) একটি ‘রিভিউ কমিশন’ (Review Commission) গঠন করে। উল্লেখ্য এই কমিশনটি ‘মোর্স কমিশন’ (Morse Commission) নামে পরিচিত। 1992 খ্রিষ্টাব্দের 8 জুন সর্দার সরোবর প্রকল্প সম্পর্কে এই কমিশন বিশ্বব্যাংকের কাছে তাদের প্রতিবেদন পেশ করে। এই প্রতিবেদনে কমিশন প্রকল্পের বাস্তবায়নে গুরুতর ত্রুটি, বিশেষ করে

পুনর্বাসন ও পরিবেশগত প্রভাব সংক্রান্ত নীতিমালার লঙ্ঘনের বিষয়টি তুলে ধরে। প্রতিবেদনের ফলস্বরূপ, বিশ্বব্যাংক 1993 খ্রিষ্টাব্দের 30 মার্চ নর্মদা প্রকল্পে ঋণদানের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেয়।

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের ওপর নেমে আসে কঠোর পুলিশি দমন-পীড়ন। তবে, পুলিশি দমন-পীড়নের মুখে দাঁড়িয়েও আন্দোলনকারীরা ধর্না, সত্যাগ্রহ, সড়ক অবরোধ, মিছিল, সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের কাছে স্মারকলিপি পেশ প্রভৃতির মাধ্যমে বাস্তবচ্যুত মানুষদের দুর্দশা তুলে ধরে। তবে, প্রতিরোধ সত্ত্বেও ভারত সরকার নর্মদা প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রাখে। নর্মদা উপত্যকায় বাঁধ নির্মাণের প্রেক্ষিতে 1993 খ্রিষ্টাব্দে কয়েকটি বসতবাড়ি জলমগ্ন হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলন আরও তীব্র হতে থাকে। মহেশ্বর, বর্গী প্রভৃতি এই প্রকল্পের অন্যান্য বাঁধেও প্রতিবাদী জন আন্দোলন তীব্রতর হতে থাকে। উল্লেখ্য, বর্গী বাঁধ (নর্মদা নদীর উপর সম্পন্ন হওয়া প্রথম বড় বাঁধ) নির্মাণের ফলে 162টি গ্রাম জলমগ্ন হয় এবং প্রায় 1,14,000 মানুষ বাস্তবচ্যুত হন, যা প্রকল্পের প্রাথমিক অনুমানের চেয়ে অনেক বেশি ছিল।

আন্দোলনের চাপে ভারত সরকার 5 সদস্যবিশিষ্ট একটি ‘রিভিউ প্যানেল’ তৈরি করে। 1997 খ্রিষ্টাব্দে সরকার সর্দার সরোবর প্রকল্পের বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বলে যে, এই প্রকল্পের কাজ 3 বছর বন্ধ থাকবে। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করে এই প্রকল্প বন্ধের নির্দেশ দেওয়ার আবেদন করা হয়। তবে, সুপ্রিম কোর্ট কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে প্রকল্পের কাজ চালিয়ে যাওয়ার কথা বলে। উল্লেখ্য, সর্দার সরোবর বাঁধের নির্মাণকাজ 1999 খ্রিষ্টাব্দে আবার শুরু হয় এবং 2006 খ্রিষ্টাব্দে এটির নির্মাণকাজ শেষ বলে ঘোষণা করা হয়। প্রকল্পের উচ্চতা 138 মিটার থেকে বাড়িয়ে 163 মিটার করা হয়। 2017 খ্রিষ্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এটি উদ্বোধন করেন। 2017 খ্রিষ্টাব্দে সুপ্রিম কোর্ট নর্মদা নদীর উপরে সর্দার সরোবর প্রকল্পের দ্বারা প্রভাবিত প্রতিটি পরিবারকে 60 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেয়।

### নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনে বিশ্বব্যাংকের ভূমিকা:

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনে বিশ্বব্যাংকের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 1985 খ্রিষ্টাব্দে বিশ্বব্যাংক সর্দার সরোবর প্রকল্পে (Sardar Sarovar Project) 450 মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ অনুমোদন করে। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের পক্ষ থেকে মানবাধিকার লঙ্ঘন, পরিবেশ ধ্বংস এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মতামত উপেক্ষার বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। আন্দোলনের চাপে 1991 খ্রিষ্টাব্দে বিশ্বব্যাংক সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রাক্তন কর্মকর্তা ব্র্যাডফোর্ড মোর্সের (Bradford Morse) নেতৃত্বে একটি স্বাধীন ‘রিভিউ কমিশন’ (Review Commission) গঠন করে। 1992 খ্রিষ্টাব্দের 8 জুন সর্দার সরোবর প্রকল্প সম্পর্কে এই কমিশন বিশ্বব্যাংকের কাছে তাদের প্রতিবেদন পেশ করে। এই প্রতিবেদনে প্রকল্পটিকে ত্রুটিপূর্ণ হিসাবে তুলে ধরা হয়। এই প্রেক্ষিতে, বিশ্বব্যাংক 1993 খ্রিষ্টাব্দের 30 মার্চ নর্মদা প্রকল্পে ঋণদানের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেয়। বলা বাহুল্য, বিশ্বব্যাংকের এই ভূমিকা নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদান করে।

### নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য:

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের কর্মসূচীর প্রেক্ষিতে এই আন্দোলনের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা-

**প্রথমত**, মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত এই আন্দোলন ছিল শান্তিপূর্ণ, অহিংস এবং গণতান্ত্রিক রীতিতে পরিচালিত। এই আন্দোলনের নেতৃত্বদ্বন্দ্ব অহিংস পথ অনুসরণ করে ধর্মঘট, অবস্থান, প্রতিবাদ মিছিল, পদযাত্রার মতো কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

**দ্বিতীয়ত**, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য হল এর দীর্ঘমেয়াদী এবং ধারাবাহিক রূপ, যা একে ভারতের অন্যান্য সামাজিক আন্দোলন থেকে স্বতন্ত্র করে তোলে। এই আন্দোলন 1985 খ্রিষ্টাব্দে শুরু হয় এবং পরবর্তী কয়েক দশক পর্যন্ত চলে।

**চতুর্থত**, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন শুধুমাত্র বাঁধ প্রকল্পের বিরোধিতা করেনি, পাশাপাশি উন্নয়নের প্রচলিত ধারার বিপরীতে বিকল্প, মানবকেন্দ্রিক ও পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের মডেলের প্রস্তাব করেছে।

**পঞ্চমত**, এটি কেবল পরিবেশ বা উচ্ছেদ-বিরোধী আন্দোলন নয়; এটি মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়, আদিবাসী অধিকার, জল-সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বহুমুখী বিষয়জড়িত একটি আন্দোলন।

**ষষ্ঠত**, এই আন্দোলন ছিল একটি জনআন্দোলনভিত্তিক সংগ্রাম। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার আদিবাসী, কৃষক, দিনমজুর ও গ্রামের মহিলারা সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

**সপ্তমত**, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের মুখ্য সংগঠক ও সবচেয়ে পরিচিত মুখ ছিলেন মেধা পাটেকর। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের আদিবাসী ও গ্রামীণ নারীরা এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

**অষ্টমত**, এই আন্দোলনটি শুধুমাত্র একটি অভ্যন্তরীণ বা জাতীয় পর্যায়ের আন্দোলন ছিল না, বরং আন্তর্জাতিক মহলেও এর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। নর্মদা প্রকল্পে বিশ্বব্যাংকের ঋণদানের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার এই আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি প্রদান করে।

### নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের সাফল্য:

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন ভারতের অন্যতম প্রভাবশালী ও দীর্ঘস্থায়ী নাগরিক সমাজের আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বাঁধ নির্মাণ পুরোপুরি বন্ধ না হলেও, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের প্রেক্ষিতে 1994-1999 খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সর্দার সরোবর প্রকল্পের কাজ স্থগিত রাখা হয়। এছাড়া মহেশ্বর বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা 1999-2001 খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে তাদের আর্থিক বিনিয়োগ থেকে সরে আসে। আন্দোলনের চাপে সরকার পুনর্বাসন নীতি পর্যালোচনা করতে বাধ্য হয়। 2017 খ্রিষ্টাব্দে সুপ্রিম কোর্ট নর্মদা নদীর উপরে সর্দার সরোবর প্রকল্পের দ্বারা প্রভাবিত প্রতিটি পরিবারকে 60 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেয়।

আন্দোলনের ফলস্বরূপ বিশ্বব্যাংক 1993 খ্রিষ্টাব্দে সর্দার সরোবর বাঁধ প্রকল্প থেকে অর্থসাহায্য প্রত্যাহার করে নেয়। বলা বাহুল্য, যা এই আন্দোলনের একটি বড় আন্তর্জাতিক সাফল্য। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন উন্নয়নের প্রচলিত মডেলের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলে এবং ‘মানবকেন্দ্রিক, পরিবেশ-সহায়ক ও অংশগ্রহণমূলক’ উন্নয়নের ধারণা তুলে ধরে, যা পরবর্তীকালে অনেক পরিবেশ আন্দোলনের অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে। এই আন্দোলন সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিবেশ, নদী, জলের অধিকার ও আদিবাসীদের জীবনধারার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করে। উল্লেখ্য, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনে অবদানের জন্য মেধা পাটেকর এবং বাবা আমতে 1991 খ্রিষ্টাব্দে ‘রাইট লাইভলিহুড অ্যাওয়ার্ড’ (Right Livelihood Award) লাভ করেন।

### নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের চ্যালেঞ্জসমূহ:

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হল সরকারি প্রতিরোধ ও নিপীড়ন। পুলিশী দমন-পীড়ন, গ্রেপ্তার, জোরপূর্বক উচ্ছেদ ও হস্তক্ষেপ অনেক ক্ষেত্রেই নেতৃত্বদ্বন্দ্ব ও সাধারণ জনগণকে বিচলিত করেছে। স্থানীয় জনগণের মধ্যে বাঁধের সুফল ও ক্ষতির বিষয়ে ব্যাপক মতপার্থক্য ছিল। কিছু মানুষ উন্নয়ন

ও নতুন সুযোগের কারণে বাঁধের পক্ষে ছিলেন আবার কিছু মানুষ বাঁধ নির্মাণের বিপক্ষে ছিলেন। এই বিভাজন আন্দোলনের সংহিতিকে চ্যালেঞ্জ করেছে। এছাড়া, দীর্ঘমেয়াদি আন্দোলনের জন্য পর্যাপ্ত অর্থসংস্থান ও সম্পদ সংগ্রহ একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। আন্দোলনের জন্য ধারাবাহিকভাবে অর্থ পাওয়া কঠিন ছিল। বলা বাহুল্য, আর্থিক সংকট এই আন্দোলনকে অনেক ক্ষেত্রে দুর্বল করে তুলেছিল।

সর্দার সরোবর প্রকল্প ছিল একটি বৃহৎ জাতীয় প্রকল্প, যার সঙ্গে জড়িত ছিল কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অর্থনৈতিক স্বার্থ ও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি। ফলে সরকারের পক্ষ থেকে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রবল চাপ সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সরকারি কর্মকর্তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব আন্দোলনের প্রতিরোধকে দুর্বল করে। এই আন্দোলনের মধ্যে কিছু সদস্য চরমপন্থী কৌশল গ্রহণের পক্ষে ছিলেন, আবার কিছু সদস্য মধ্যপন্থী কৌশল গ্রহণের পক্ষপাতি ছিলেন। কৌশলগত এই মতবিরোধের কারণে আন্দোলন দুর্বল হয়েছে এবং তার লক্ষ্য অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়েছে। বিশিষ্ট মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী ও সক্রিয় কর্মী গেইল ওমভেট (Gail Omvedt)-র মতে, এই আন্দোলন আন্তর্জাতিক ভাবে পরিচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি কোনো কার্যকরী আন্দোলন বা ব্যাপক গণভিত্তিক আন্দোলন ছিল না। প্রথমদিকে এই আন্দোলন আদিবাসী জনজাতির দাবি দাওয়ার ওপর গুরুত্ব দিলেও পরবর্তী পর্যায়ে তা শহরকেন্দ্রিক এলিট শ্রেণী পরিচালিত আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল।

| নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের ঘটনাক্রম |                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| সময়কাল                          | ঘটনা                                                                                                                                |
| 1965                             | ‘খোসলা কমিটি’ কর্তৃক নভাগামে (বর্তমানে সর্দার সরোবর বাঁধটি যেখানে অবস্থিত) 530 ফুট উচ্চতার একটি বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ।     |
| 1969                             | আন্তঃরাজ্য জল বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ‘নর্মদা জল বিরোধ ট্রাইব্যুনাল’ গঠন।                                                             |
| 1985                             | বিশ্বব্যাংক সর্দার সরোবর প্রকল্পের জন্য 450 মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ অনুমোদন করে।                                                    |
| 1986                             | নর্মদা প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন সংগঠনের উদ্দেশ্যে ‘নর্মদা ধারাংগুস্ত সমিতি’ গঠন।                                        |
| 1987                             | জনসাধারণের তীব্র প্রতিরোধ সত্ত্বেও সর্দার সরোবর বাঁধের নির্মাণ কাজ শুরু হয়।                                                        |
| 1988                             | নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন আনুষ্ঠানিকভাবে নর্মদা উপত্যকা উন্নয়ন প্রকল্পের বন্ধের দাবি জানায়।                                           |
| 1990                             | প্রধানমন্ত্রী ভি. পি. সিংয়ের বাসভবনের সামনে 5 দিনের অবস্থান কর্মসূচি।                                                              |
| 1990                             | নর্মদা জন বিকাশ সংগ্রাম যাত্রার শুরু।                                                                                               |
| 1991                             | বাবা আমতে সহ 7 সদস্যের একটি দল 22 দিনের জন্য অনশন ধর্মঘট শুরু করেন।                                                                 |
| 1991                             | বিশ্বব্যাংক কর্তৃক ‘রিভিউ কমিশন’ গঠন।                                                                                               |
| 1993                             | বিশ্বব্যাংক নর্মদা প্রকল্পে ঋণদানের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেয়।                                                                  |
| 1994-1999                        | সর্দার সরোবর প্রকল্পের কাজ স্থগিত রাখা হয়।                                                                                         |
| 2000                             | সুপ্রিম কোর্ট শর্তসাপেক্ষে বাঁধ নির্মাণের অনুমোদন দেয়।                                                                             |
| 2017                             | সর্দার সরোবর বাঁধ নির্মাণের কাজ শেষ হয় এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এটির উদ্বোধন করেন।                                          |
| 2017                             | সুপ্রিম কোর্ট নর্মদা নদীর উপরে সর্দার সরোবর প্রকল্পের দ্বারা প্রভাবিত প্রতিটি পরিবারকে 60 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। |

**উপসংহার:**

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ ও মানবাধিকারভিত্তিক সামাজিক আন্দোলন, যা শুধুমাত্র একটি বাঁধ নির্মাণের বিরোধিতা নয়, বরং উন্নয়ন বনাম মানবিকতা, রাষ্ট্র বনাম নাগরিক অধিকার ও পরিবেশ সংরক্ষণ বনাম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে বিতর্ককে সামনে এনেছে। নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের সাফল্য সীমিত হলেও, এর তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। এই আন্দোলন উন্নয়নের প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে ‘মানবিক পুনর্বাসন’, ‘পরিবেশগত স্থিতিশীলতা’ এবং ‘গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ’-এর দাবিকে সামনে নিয়ে এসেছে। নিরোজা গোপাল জয়াল (Niraja Gopal Jayal) তাঁর ‘Democracy and the State’ (1999) গ্রন্থে বলেছেন যে, বাঁধ প্রকল্প বিরোধী নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের মধ্যে গণতন্ত্রের একটি বিশেষ আবেদন লক্ষ্য করা যায়। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা প্রসারিত হয়। সার্বিকভাবে, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন ভারতের গণতান্ত্রিক ও সামাজিক ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী অধ্যায়, যা ভবিষ্যতের আন্দোলনগুলির জন্য দিশা দেখিয়েছে।

**তথ্যসূত্র:**

1. Chakraborty, B. (2019). Poribesh andolon. In K. Chatterjee & A. Chowdhury (Eds.), Varoter samajik andolon. Levant Books.
2. Chakraborty, S. (2001). Environment and politics in India. In R. Chatterjee (Ed.), Politics India: The state, society interface. South Asian Publishers.
3. Medha Patkar and Baba Amte / Narmada Bachao Andolan: The Right Livelihood Award. (n.d.). Right Livelihood. Archived from the original on October 26, 2016. Retrieved October 25, 2016, from <https://www.rightlivelihoodaward.org>
4. Narmada Bachao Andolan faces perjury charges. (2011, April 5). The Economic Times. Archived from the original on September 24, 2018. <https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/narmada-bachao-andolan-faces-perjury-charges/articleshow/7880655.cms>
5. Narmada Bachao Andolan rolls out political red carpet for Nitish in Barwani. (2016, September 17). The Times of India. Archived from the original on January 18, 2019. Retrieved April 10, 2018. <https://timesofindia.indiatimes.com/City/Indore/Narmada-Bachao-Andolan-rolls-out-political-red-carpet-for-Nitish-in-Barwani/articleshow/54379063.cms>
6. Omvedt, G. (1993). Reinventing revolution: New social movements and the socialist tradition in India. M.E. Sharpe.
7. Ray, M. (1991). Prasanga paribesh. Anustup.
8. Sumi, K. (1996). Environmental politics. SAGE Publications.